গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন–৩ অধিশাখা

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.২০১৯-২৬৪

তারিখ ঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মে/২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মে, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

২। জুন/২০১৯ মাসের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি প্রশাসন-৩ শাখায় এবং সফটকপি (Nikosh Unicode Font) ই–মেইল যোগে (**admin3@mhapsd.gov.bd**) আগামী ১৭ জুন/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে ১১(এগার) পাতা।

১৩/০৬/১৯
(আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৫৩০
ই-মেইল: **admin3@mhapsd.gov.bd**

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। পুলিশ মহা পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকা।
৫। সমন্বয়ক, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত সচিব.. (সকল) , জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭। যুগ্মসচিব..(সকল) , জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। উপসচিব..(সকল) , জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০। উপ–প্রধান (পরিকল্পনা) , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান.......................... (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১২। সহকারী সচিব ....সকল) , জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৩। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।

অনুলিপি ঃ
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মে/২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৯ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বেলা ১১.০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অগ্রীম ঈদ-উল-ফিতর এর শুভেচ্ছার বার্তা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পৌঁছে দেন। অতিরিক্ত সচিব (আনসার ও সীমান্ত)সহ জননিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ এর অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (আনসার ও সীমান্ত) সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২.০ আলোচনা :

২.১ সভাপতি তাঁর সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রামের বাড়ি যেতে পারে এবং স্বজনদের সাথে আনন্দের সাথে উদযাপন করতে পারে সেদিকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ দৃষ্টি রাখাতে হবে। এছাড়া নিয়মিত উপস্থাপিত আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধিনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রাসজিক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২.২ নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচীতে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে এ বিভাগের অধিনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আহবান জানান। তিনি জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করতে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিকতার সংগে এবং মনোযোগ সহকারে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

২.৩ জননিরাপত্তা বিভাগ এর অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের অধিনে যে সকল প্রকল্প কাজ চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধানগণ সরজমিনে পরিদর্শন করে তার অগ্রগতি প্রতিবেদন সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের নিকট দাখিল করতে হবে। এছাড়াও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ যে পরিদর্শন করেন তার সংখ্যা ও কোথায় কোথায় পরিদর্শন করেছেন তা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২.৪ সভার কার্যপত্রের ধারাবাহিক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন অধিদপ্তর প্রধানের প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ অফিসসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন, পেন্ডিং বিষয়াদি, বিভিন্ন অধিদপ্তর সমূহের অডিট আপত্তিসমূহ, পেনশন কেইসসমূহ, ই-টেন্ডারি ও ই-ফাইলিং ইত্যাদি নিয়মিত বিষয় উপস্থাপিত হয়। এসব আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৩.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের প্রতি আরো আন্তরিক ও মনোযোগী হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিক্ষা নিরীক্ষা করে নথি উপস্থাপন করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)
৩.২	অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)
৩.৩	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি দীর্ঘদিনের অডিট আপত্তি বা ছোট আকারে অডিট আপত্তি সমূহ রাইট অফ করা যায় কিনা তা যাচাই বাছাই করে সুপারিশ করবেন।	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)

.১ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরনের জন্য দুই সপ্তাহে মধ্যে কোড বন্টন করতে হবে। ৩.৪.২ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থা (সকল)/আইসিটি শাখা। এটুআই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩.৫.১ জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্ত সকল সংস্থাকে শত ভাগ ই-টেন্ডার চালু করতে হবে (পরিশিষ্ট-ক)। ৩.৫.২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/সংস্থা/ উন্নয়ন/অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২
৩.৬.১ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ অফিসসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। এছাড়াও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ যে পরিদর্শন করেন তার সংখ্যা ও কোথায় কোথায় পরিদর্শন করেছেন তা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ৩.৬.২ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের পাশাপাশি সেক্টর/রেঞ্জ কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন অধিনায়কগণ তাঁদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। ৩.৬.৩ এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগপূর্বক অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান (সকল)

৪.০ বিগত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

সভায় গত এপ্রিল ২০১৯ সহ বিগত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কর হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনান্তে নিম্নে লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

সিদ্ধান্ত ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নে
৪.১	অধিদপ্তর/সংস্থাসূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে মন্ত্রণায়ের প্রতিনিধি টেন্ডার বাচাই/মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়াও ক্রয় কমিটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণয়য়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধিসহ প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অধিকাংশ দরপত্র ইজিপিতে সম্পাদন করা হয় বিধায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।	অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)
৪.২	* অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরনের জন্য দুই সপ্তাহে মধ্যে কোড বন্টন করতে হবে। * অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	* ০৭/০৪/২০১৯ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের আইসিটি সেল থেকে বাংলাদেশ পুলিশে ডিজিটাল নথি নম্বর চালু অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সকল ইউনিটে ই-নথি চালু করার জন্য একটি কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। * জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও এনটিএমসি ইতোমধ্যে ই-নথি চালু করে লাইভে এসেছে। এছাড়া বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)/ আইসিটি শাখা। এটুআই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪.৩	(ক) জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্ত সকল সংস্থাকে শত ভাগ ই-টেন্ডার চালু করতে হবে। (খ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ করতে হবে।	পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড এবং এনটিএমসি হতে ই-টেন্ডার এর পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লেখ করা হল।	সকল অধিদপ্তর/ সংস্থা/ উন্নয়ন অনুবিভাগ
৪.৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গত ২০/০১/২০১৯ তারিখের পরিদর্শন সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা ও নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচীতে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে এ বিভাগের অধিনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, এনটিএমসি, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধান (সকল)/ অনুবিভাগ প্রধান (সকল)

	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৭ প্রণয়ন : ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়নের পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের আলোকে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ পূর্বক মতামত সংগ্রহের কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে।	মন্ত্রিসভার নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৭' এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা) কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রনীত 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০/০৯/২০১৮ তারিখে খসড়া আইনটির উপর মতামত প্রদান করে এবং কিছু ধারার উপর আইন ও বিচার বিভাগের মতামত নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের প্রেক্ষিতে গত ২৯/১০/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিচার বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/১২/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত পাওয়া যায়। জনপ্রশাসন এবং আইন ও বিচার বিভাগের প্রদত্ত মতামতের আলোকে প্রস্তাবিত আইন এর খসড়া অধিকতর সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিমার্জনপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে (সফটকপি ও হার্ডকপি) প্রেরণ করার জন্য ১৫/০১/১৯ তারিখে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর থেকে ০৮/০৪/১৯ তারিখে তথ্য প্রেরণ করেছেন। বিষয়টি উপস্থাপনে আছে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটি
৪.৬	**বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সদস্য চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে/গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তাকে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন প্রসঙ্গে :** এই বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করা জন্য পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড অধিদপ্তরকে তাগিদ দিতে হবে।	বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ড সদস্যদের মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদান বিষয়ে একটি Comprehensive নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ নীতিমালাটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১১/০২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করা হয়েছে।	আইন-২/ সংশ্লিষ্ট কমিটি
৪.৭	**(ক) মংলা বন্দর থানা স্থাপন :** এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রেখে ফলোআপ করতে হবে।	এ বিষয়ে পুলিশ-৩ শাখার স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০২.০০৩.১৪-১১৬, তারিখ: ১৯/০৩/২০১৯ মূলে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।	পুলিশ শাখা-৩/ পুলিশ অধিদপ্তর
	(খ) দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা স্থাপন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কতিপয় চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর হতে গত ০৮/০৫/১৯ তারিখ চাহিত তথ্য পাওয়া গেছে। সচিব কমিটিতে প্রেরণের লক্ষ্যে নথি সার-সংক্ষেপসহ নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	পুলিশ শাখা-৩/ পুলিশ অধিদপ্তর
৪.৮	**PSTN কে LI Compliance এর আওতার্ভুক্ত করণের লক্ষ্যে সংগৃহিত অর্থ ছাড়করণ :** পরবর্তী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	ডাক এ টেলিযোগাযোগ বিভাগের এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা
৪.৯	**জাতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নিরাপত্তা আইন, ২০১৭ এর খসড়া:** এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।	জাতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর খসড়া চূড়ান্ত লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ১৬/০৫/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা
৪.১০	**এনটিএমসি'র নিয়োগ বিধিমালা :** এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উক্ত বিধিমালা প্রণয়ন বিষয়ে সম্মতি/মতামত প্রদানের জন্য ২১/০১/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিল। তা প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে যোগাযোগ অবাহত রয়েছে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ এনটিএমসি অধিশাখা

.১১	(ক) বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ সংশোধন। (খ) বিসিএস (আনসার) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে : এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।	০৭/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণের জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ১৭/১০/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত২০/০১/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগবিধি পরীক্ষন সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯/০২/২০১৯ তারিখে সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়। ১২/০৩/২০১৯ তারিখ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৪টি পদের বিপরীতে জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি সংক্রান্ত জি.ও, পৃষ্ঠাংকিত জি.ও সমন্বয়পূর্বক পদভিত্তিক আলাদা ফোল্ডারে প্রেরণের জন্য বলা হলে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে উল্লেখিত ২৪টি পদের ভূতাপেক্ষ সম্মতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। যা নথিতে উপস্থাপনে আছে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১২	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনে ০২টি নতুন "আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন" গঠন ও উক্ত ব্যাটালিয়নে জন্য জনবল সৃজন: অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৩	আভিযানিক প্রয়োজনে আনসার ব্যাটালিয়ন সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃগঠন সংক্রান্ত: অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	১৯/০৫/১৯ তারিখের ৮৩নং স্মারকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ/ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর
৪.১৪	অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তির তুলনামূলক চিত্র : * অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে। * অডিট আপত্তির টাকার পরিমান যাচাই করে দেখতে হবে। * নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির টাকার পরিমান উল্লেখ করতে হবে। * দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভায় কতগুলো আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলো তা উল্লেখ করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর: এপ্রিল-২০১৯ মাস পর্যন্ত ২১১০ টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং আছে, জড়িত টাকার পরিমান ৬৩৮,৬৭,৯৪,৯৬৩/-টাকা মাত্র। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর: এপ্রিল-২০১৯ মাস পর্যন্ত ০৪টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং আছে, জড়িত টাকার পরিমান ৯,৯০,৩৪,৭৫৯.৪৫ টাকা মাত্র। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনটিএমসি: * অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট কোড-১৮৯৯ হতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২৬,৮৩,৪৬০/- (ছাব্বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত ষাট) টাকা পরিশোধের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ হতে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করতঃ উক্ত কপি প্রমাণক হিসেবে গত ০৬/১১/২০১৭ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। * অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। কোস্টগার্ড: অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন অব্যাহত রাখা হয়েছে। বিজিবি: এপ্রিল ২০১৯ মাসে বিজিবির ১৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	অনুবিভাগসমূহ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)
৪.১৫	অধিদপ্তরসমূহের পেনশন কেইসের তুলনামূলক চিত্র : পেনশন কেইসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	অধিদপ্তরসমূহের পেনশন কেইসসমূহের তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-ঘ)তে দেখানো হলো।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)

৬	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পরিশিষ্ট-'ঙ') তে দেখানো হলো।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)/ অনুবিভাগ (সকল)
৪.১৭	জনবল সংক্রান্ত : জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-ছ)তে দেখানো হলো।	অধিদপ্তর/ সংস্থা (সকল)/ অনুবিভাগ (সকল)
৪.১৮	শূণ্য পদের বিন্যাস : শূন্য পদসমূহ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।	তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-জ)তে দেখানো হলো।	

৫.০ সভাপতি জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মে ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ই-টেন্ডার এর পরিসংখ্যান (পরিশিষ্ট-'ক')

বিবেচ্য মাস	সংস্থার নাম	মোট টেন্ডারের সংখ্যা	ই-টেন্ডার এর সংখ্যা	ই-টেন্ডারের শতকরা হার	টেন্ডারিং-এ মোট অর্থের পরিমাণ	ই-টেন্ডারিং-এ জড়িত অর্থের পরিমান	গত মাসেই-টেন্ডারের সংখ্যা ও শতকরা হার	মন্তব্য
এপ্রিল/ ২০১৯	পুলিশ অধিদপ্তর	৮১	৪৯	৬০.৪৯%	২৯৯,৯০,৭৭,২২২/-	১২৩,৬৪,৮১,৫৫০/-	মার্চ/২০১৯ ই-টেন্ডার ৩৮টি ও শতকরা হার ৫৭.৫৮%	-
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০৪	০১	২৫%	১৮,৭৮,০৪,৭৮৬.৬৩/-	৩,২৫,৬০,০০০/-	-	-
	আনসার-ভিডিপি অধিদপ্তর	৫০	১০	২০%	২৭৩,২৭,৫০,৯৪১/-	৫,৩২,১৩,৯৪২/-	-	-
	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	০১	০০	০০	৪,৯৬,৩০০/-	৪,৯৬,৩০০/-	-	-
	এনটিএমসি	-	-	-	-	-	-	-
	তদন্ত সংস্থা	০৫	-	-	১৩,৪৯,৮৩০/-	-	-	-

পেন্ডিং বিষয়াদির তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'খ')

অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	০১ মাসের অধিক পেন্ডিং (মার্চ/১৯)	০১ মাসের অধিক পেন্ডিং (এপ্রিল/১৯)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাসের (-) সংখ্যা
পুলিশ	২০	৩৩	(+) ১৩
বিজিবি	৫৩	৫২	(-) ০১
আনসার-ভিডিপি	১২	১২	০০
কোস্ট গার্ড	৩৬	৩৬	০০
এনটিএমসি	১৩	১৯	(+) ০৬
তদন্ত সংস্থা	০৩	০৩	০০
মোট =	১৪১	১৫৫	

অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তির তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'গ')

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	পেন্ডিং অডিট আপত্তি (মার্চ/১৯)	পেন্ডিং অডিট আপত্তি (এপ্রিল/১৯)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় নিষ্পত্তি বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস(-)
পুলিশ	২১১০	২০৯৯	(-)১১
বিজিবি	১৫	১৮	(+) ০৩
আনসার-ভিডিপি	২০	০৪	(-) ১৬
কোস্ট গার্ড	১৪২	১৪২	০০
এনটিএমসি	০৬	০৬	০০
মোট =	২২৯৩	২২৮০	

পেনশন কেইসের তুলনামূলক চিত্র (পরিশিষ্ট-'ঘ')

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	পেন্ডিং পেনশন কেইস (মার্চ/১৯)	পেন্ডিং পেনশন কেইস (এপ্রিল/১৯)	পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় পেনশন কেইসের বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস (-)
পুলিশ	০১	০১	০০
বিজিবি	০২	০২	০০
আনসার-ভিডিপি	০০	০০	০০
কোস্ট গার্ড	০০	০০	০০
এনটিএমসি	০০	০০	০০
মোট =	০৩	০৩	০০

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায়
১২ জানুয়ারি ২০১৪ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

১২ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব জননিরাপত্তা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তন্মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৭৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৫(০৬)/২০১৫, তারিখঃ ২২ জুন ২০১৫ **বিষয়-১: মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন।** সিদ্ধান্ত: ১০ "সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।"	"মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট বিভাগে তিনটি রীট (রীট পিটিশন নং-৮৪৩৭/২০১১, ১০৪৮২/২০১১ এবং ৪৮৭৯/২০১২)-এ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের আপীল সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আপীল নিষ্পত্তির পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	মসবৈ-৪২(১১)/২০১৫, তারিখঃ ০২ নভেম্বর ২০১৫ **বিষয়- ২: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল সংশোধনের বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ।** সিদ্ধান্ত: ১২.৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।	বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত পুলিশ সংশ্লিষ্ট আইন/অধ্যাদেশ/ বিধি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলায় রূপান্তর করাসহ আইনে পরিণত করার বিষয়ে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আটটি অধ্যাদেশ/ আইনের মধ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি অধ্যাদেশ (The Dhaka Metropolitan Police Ordinance,1976, The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978, The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে খসড়া প্রদান করে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া তিনটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত বর্ণিত খসড়া ৩টি মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশের পরিবর্তে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক, অভিন্ন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনের খসড়া প্রণয়ন করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করে গত ০২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। বাকী ০৫টি অধ্যাদেশ/আইনের মধ্যে The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 এর বাংলা খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়াটির বিষয়ে গত ১৪/০৩/২০১৯খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খসড়াটি বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986 ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রুপান্তরের লক্ষ্যে খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং কমিটি কর্তৃক বাকী আইনের ইংরেজী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩.	মসবৈ-২৭(০৭)/২০১৬, তারিখঃ ২৫ জুলাই ২০১৬ **বিষয়-১: মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।** সিদ্ধান্তঃ ৮.২। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে-সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবার যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত রহিয়াছে সেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ আগামী পাঁচ মাসের	বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত পুলিশ সংশ্লিষ্ট আইন/অধ্যাদেশ/বিধি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলায় রূপান্তর করাসহ আইনে পরিণত করার বিষয়ে গত ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আটটি অধ্যাদেশ/ আইনের মধ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি অধ্যাদেশ (The Dhaka Metropolitan Police Ordinance,1976, The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978, The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে খসড়া প্রদান করে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া তিনটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত বর্ণিত খসড়া ৩টি মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশের পরিবর্তে সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক, অভিন্ন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী পুলিশ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে

	মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবেন।	বিদ্যমান সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনের খসড়া প্রণয়ন করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করে গত ০২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। বাকী ০৫টি অধ্যাদেশ/আইনের মধ্যে The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 এর বাংলা খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়াটির বিষয়ে গত ১৪/০৩/২০১৯খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খসড়াটি বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986 ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রুপান্তরের লক্ষ্যে খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং কমিটি কর্তৃক বাকী আইনের ইংরেজী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪.	**মসবৈ-০২(০১)/২০১৭, তারিখঃ ০৯ জানুয়ারি ২০১৭** **বিষয়-২: 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।** সিদ্ধান্ত: ১০.২। গত ০২ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদনের সময় মন্ত্রিসভা যে নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে তাহা অনুসরণক্রমে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০'-এ বিদ্রোহ সংঘটন সংক্রান্ত শাস্তি বিধানের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাক্রমে বিদ্যমান আইনে বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ সংজ্ঞায়িত এবং উহার শাস্তির বিধান সন্নিবেশ করিয়া উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	মন্ত্রিসভার নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৭' এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে প্রনীত 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০/০৯/২০১৮ তারিখে খসড়া আইনটির উপর মতামত প্রদান করে এবং কিছু ধারার উপর আইন ও বিচার বিভাগের মতামত নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের প্রেক্ষিতে গত ২৯/১০/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/১২/২০১৮ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন : "প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পর্যালোচনায় দেখা যায়, 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০১৮' খসড়া আইনটির প্রস্তাবিত খসড়ার ২(৩) ধারায় "আদালত" এর সংজ্ঞায় আদালত অর্থ "অন্য কোন আইনের" উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দসমূহের স্থলে "এই আইনের" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হতে পারে। আদালত ও ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তাছাড়া ধারা ২০ এ উল্লেখ রয়েছে, "বিভাগীয় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা দন্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করা যাইবে" - মর্মে উল্লেখ করা হয়। কোন ধরনের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর এবং কোন ক্ষেত্রে দন্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আপীল করা যাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিবে। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। উক্ত খসড়ার ধারা ২৭ অনুযায়ী 'সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ আনসার ব্যাটালিয়ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।' কিন্তু ধারা ৩৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে 'মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা সশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি কার্যকরকরণ। - আদালত কর্তৃক দন্ডাদেশ কার্যকরকরণ পদ্ধতি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে'। ধারা ২৭ এ উল্লিখিত বিশেষ আনসার ব্যাটালিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকরকরণ এর বিধান এবং ধারা ৩৪-এ উল্লিখিত বিধান এক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করবে"। বর্ণিত অস্পষ্টতা ও পরস্পরবিরোধিতা দুর করে আইনের খসড়াটি অধিকতর সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য গত ১৫/০১/২০১৯ তারিখে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন এবং আইন ও বিচার বিভাগের প্রদত্ত মতামতের আলোকে প্রস্তাবিত আইন এর খসড়া অধিকতর সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/ পরিমার্জনপূর্বক আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.	মসবৈ-২১(০৮)/২০১৮, তারিখ: ০৬ আগস্ট ২০১৮ সম্পূরক বিষয়: ‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত্য ১১.২। জননিরাপত্তা বিভাগ যথাসময়ে ‘সড়ক পরিবহন আইন’ ২০১৮’-এর বিষয়ে ‘মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯’-এর তপশিল সংশোধন করিবার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করিবে।	‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’ মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলভুক্তকরণের জন্য প্রস্তাব গত ২৮/১০/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তফসিল সংশোধনের নিমিত্ত উল্লিখিত আইনের ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে গত ১১/১১/২০১৮ তারিখে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব গত ১০/১২/২০১৮ তারিখে পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক তফসিল সংশোধনের প্রজ্ঞাপন প্রস্তুতপূর্বক এসআরও নম্বর প্রদানের জন্য গত ২৪/০১/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ উক্ত আইনটি সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট গেজেটের কপিসহ পুনরায় নথি প্রেরণের অনুরোধ করে নথিটি এ বিভাগে ফেরত প্রদান করে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গেজেটের কপিসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে গত ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে।
৬.	**মসবৈ-২৩(০৮)/২০১৮, তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৮** **সম্পূরক বিষয়: নেপালের সঙ্গে সাক্ষরের জন্য BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-১৩** **সিদ্ধান্ত:** ৩৪। নেপালের সঙ্গে সাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	BIMSTEC সচিবালয় ঢাকার সূত্রে জানা যায়, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত হবে।
৭.	**মসবৈ-৩০(১০)/২০১৮, তারিখঃ ২৯ অক্টোবর ২০১৮** বিষয়-৭: দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition এবং (২) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters –শীর্ষক দুইটি চুক্তির খসড়ার অনুমোদন । **সিদ্ধান্ত:** ২৯। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition এবং (২) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters –শীর্ষক দুইটি চুক্তির খসড়ার অনুমোদন করা হইল।	দক্ষিণ আফ্রিকার সংঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য (১) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition এবং (২) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters – শীর্ষক চুক্তি দু'টি স্বাক্ষরের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে চুক্তি দুটির খসড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হলে সে দেশের পক্ষ হতে Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Extradition শিরোনামের খসড়া চুক্তিটিতে কিছু সংশোধন আনয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য পুনরায় জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-চ)

ক্রমিক	আইনেরনাম	খসড়া (বাংলায়) প্রণয়ন	কমিটি কর্তৃক খসড়া পর্যালোচনা	প্রণীত খসড়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা এর নিকট হতে লিখিত মতামত গ্রহণ	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা	নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	ভেটিং এর জন্য খসড়ার কপি আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে খসড়া বিলের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ	জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	The Dhaka Metropolitan Police Ordinace, 1976	কার্যক্রম গৃহীত	৩১ মার্চ, ২০১৮	১৫ মে, ২০১৮	৩০ জুন, ২০১৮	১৫ জুলাই, ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	
২।	The Chittagong Metropolitan Police Ordiance, 1978	"	৩০ এপ্রিল, ২০১৮	১৫ জুন, ২০১৮	৩১জুলাই, ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	
৩।	The Khulna Metropolitan Police Ordiance, 1985	"	৩১ মে, ২০১৮	১৫ জুলাই, ২০১৮	৩১ আগস্ট, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	
৪।	The Armed Police Battalions Ordinance, 1979	"	৩০ জুন ২০১৮	১৫ আগস্ট, ২০১৮	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	
৫।	The Armed Police Battalions Ordinance, 1979	"	৩১ জুলাই, ২০১৮	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৫ মার্চ, ২০১৯	
৬।	The Police (Non-Gazetted Emplyees) Welfare Ordinance, 1986	"	৩১ আগস্ট, ২০১৮	১৫ অক্টোবর, ২০১৮	৩০ নভেম্বর, ২০১৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯	
৭।	The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922	"	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	১৫ মে, ২০১৯	
৮।	The Police Act, 1861	"	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৫ মার্চ, ২০১৯	৩০এপ্রিল, ২০১৯	৩১ মে, ২০১৯	১৫ জুন, ২০১৯	

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (পরিশিষ্ট-ছ)

মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর (মোট পদ সংখ্যা)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৯৯	১২৮	৭১	
পুলিশ অধিদপ্তর	২১২০০৭	১৯৬৮৫৬	১৫১৫১	
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৫৪১৪২	৫২৪৬১	১৬৮১	
আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	২০৭৩৩	১৮৬৪১	২০৯২	
বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	৪৬১০	২৯৪০	১৬৭০	
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	৪৪	২০	২৪	
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮৯	১৮৪	১০৫	
মোট =	২৯২০২৪	২৭১২৩০	২০৭৯৪	

শূন্য পদের বিন্যাস (পরিশিষ্ট-জ)

মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর (মোট পদ সংখ্যা)	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব /তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন-ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	০	০	১১	৩৫	১৩	১২	৭১
পুলিশ অধিদপ্তর	১	৩	৪২৬	২০৯৩	১১৬৫৬	৯৭২	১৫১৫১
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০	০	৬৯৬	৩৯	৯০২	৪৪	১৬৮১
আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	১	৫৯	৯৯	৩৯২	১৪৯২	৮৯	২০৯২
বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	৫	০	৩০৫	১০০	১১৯৩	১০	১৬১৩
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	০	০	১৬	০১	০৭	০	২৪
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	০	০১	১৭	২৬	৪৪	১৭	১০৫
মোট =	০৭	৬৩	১৫৭০	২৬৮৬	১৫৩০৭	১১০৪	২০৭৩৭